১৩

শিক্ষার অধিকার

মিল্লাত হোসাইন

এই অধ্যায়ে শিক্ষার নিম্নমানের পেছনে বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- শিক্ষাখাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের নিম্নমান এবং সময়মতো পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে না পারা, মাধ্যমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, দুর্নীতি, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিধিসম্মত নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। এতে আরো আলোচিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন এবং যৌন হয়রানির ঘটনা।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি[১] টাকা ব্যয়ে ছয় বছরমেয়াদি দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার আওতায় সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বছরে প্রায় ৫৫ লাখ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।[২] শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ৫৫ থেকে ৪৬-এ কমিয়ে আনা এবং ২০০৯ সালের মধ্যে নিট ভর্তির

---

১ বাজেট ২০০৮-০৯, অনু-১৩৩।
২ *প্রাগুক্ত।*

হার ৯০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।[৩]

পাঠ্যপুস্তক

বিনামূল্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৮০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয় সেগুলো শত শত ভুল[৪] সংবলিত এবং তার অর্ধেকই পুরনো। এ ধরনের বইয়ের প্রায় অর্ধেকেরই পাতা ছেঁড়া এবং অনুশীলনগুলো ভরাট করা।[৫] এ প্রেক্ষিতে ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীই নতুন বই পাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সরকার।[৬] অথচ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খবর হচ্ছে, এনসিটিবির বইয়ের কাগজ সরবরাহকারী কর্ণফুলী পেপার মিল নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় ও উপজেলা নির্বাচনের জন্য কাগজ উৎপাদনে ব্যস্ত। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সময়মতো প্রকাশ করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।[৭] বছরের পর বছর ধরে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক হাতে পাওয়া নিয়ে যে সঙ্কট, অনিশ্চয়তা চলছে তার পুনরাবৃত্তি এ বছরও ঘটতে যাচ্ছে।

কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়ন্ত্রণের অভাব

বেসরকারি স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) সংক্রান্ত একটি আইন ২০০৮-এর জানুয়ারিতে পাস হলেও এখন পর্যন্ত কোনো স্কুলই এর আওতায় নিবন্ধিত হয়নি[৮] এবং এসব ব্যাপকভাবে অনিয়ন্ত্রিত রয়ে গেছে।

দেশের মোট প্রায় ১১ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সিভিল সার্ভিসের ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হলেও ৮৩ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত তিন লাখেরও বেশি শিক্ষক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার জন্য কোনো ক্যাডার সার্ভিস গঠিত হয়নি।[৯] যার ফলে মেধাবী, দক্ষ ও

---

৩ বাজেট ২০০৮-০৯, অনু-১৩৪।

৪ ধারাবাহিক প্রতিবেদন, 'ভুলে ভরা পাঠ্যবই', *প্রথম আলো*, ৩০ জুন–৪ জুলাই ২০০৮।

৫ 'ইউজড টেক্সটবুক্স হ্যাম্পার্স স্টাডিজ অব ৮০ লাখ প্রাইমারী স্টুডেন্টস', *নিউ এজ*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

৬ '২০০৯ থেকে সব প্রাথমিক শিক্ষার্থীই নতুন বই পাবে', *সমকাল*, ২২ এপ্রিল ২০০৮।

৭ 'কাগজের সঙ্কট, প্রচ্ছদ ঠিক হয়নি/বছরের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া অনিশ্চিত', *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০০৮।

৮ 'কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে চলছে টানাহেঁচড়া', *যুগান্তর*, ২২ অক্টোবর ২০০৮।

৯ 'বিসিএস প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠিত হচ্ছে, সারসংক্ষেপ প্রধান কার্যালয়ে', *জনকণ্ঠ*, ২৫ মে, ২০০৮।

যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারছে না প্রাথমিক শিক্ষা।

১৩ মার্চ ২০০৮ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ উপজেলার ৩১২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনিটরিং, সুপারভিশন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে তুলে দেয়ার ঘোষণা সংবলিত একটি পরিপত্র জারি করা হয় সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে।[১০]

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ[১১] শিক্ষাবিদ[১২] ও নাগরিকরা[১৩] এই ঘোষণার ব্যাপক সমালোচনা করেন। তারা অভিযোগ আনেন– এর মাধ্যমে সরকার সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার বেসরকারিকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে; সেই সাথে তারা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।[১৪] অন্যদিকে, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগসহ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্র্যাকের সৃজনশীল চর্চার কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় (পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলায় ৬৮৬ ব্র্যাক স্কুলে প্রায় ১৭ হাজার আদিবাসী শিশু মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে)।[১৫]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমজিডি) অর্জন

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস, ভর্তির হার বৃদ্ধি, নারী শিক্ষার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বলে বাজেট বক্তৃতায় দাবি করেছেন সরকারের অর্থ উপদেষ্টা।[১৬] এছাড়া যেসব উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

---

১০ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিরবণী; দেখুন : মুহম্মদ জাফর ইকবাল, 'ঘরপোড়া গরুর চোখে প্রাথমিক শিক্ষা ও ব্র্যাক', *প্রথম আলো*, ২৪ জুন ২০০৮।

১১ 'ব্র্যাককে দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি', *যুগান্তর* ২৫ মে ২০০৮; 'প্রাথমিক শিক্ষা বেসরকারিকরণের সুযোগ নেই', *নয়া দিগন্ত*, ১০ আগস্ট ২০০৮।

১২ *প্রাগুক্ত।*

১৩ 'মানোন্নয়ন দায়িত্ব ব্র্যাককে দেয়ার প্রতিবাদ/ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্র ফ্রন্টের মিছিল', *যুগান্তর*, ৩০ মে ২০০৮।

১৪ *প্রাগুক্ত।*

১৫ 'ব্র্যাক ইনিশিয়েটিভ ইন খাগড়াছড়ি/১৭,০০০ ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস টেকিং লেসন ইন মাদার টাং', *দি ডেইলি স্টার*, ৩০ জুন ২০০৮।

১৬ বাজেট ২০০৮-০৯ অনু-৫৬।

নেই, সেখানে একটি করে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ৬৩টি বিদ্যালয়কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরের জন্য বাছাই করা হবে।[১৭] অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১৮] এ অবস্থায় ছাত্র ভর্তির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী বছর ১২১টি উপজেলায় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হবে এবং ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমেও শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে।[১৯]

চলমান অসমতা

২০০৬-০৮ পর্যন্ত তিন বছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ৮ লাখ ৩২ হাজার ছাত্রীদের মধ্যে ৪ লাখ ৯৩ হাজার (৬০ শতাংশ) এইচএসসির আগে ঝরে পড়েছে।[২০] মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ৪৮.২৫ শতাংশ।[২১] ছয় থেকে দশ ভাগ স্কুলে পানীয় জলের অভাব রয়েছে, টয়লেট নেই ছয় ভাগ স্কুলে। ৪০ ভাগ স্কুল, ২২ ভাগ কলেজ ও অধিকাংশ মাদ্রাসায় নেই ল্যাবরেটরি। ৮০ শতাংশ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করেন না।[২২] সরকারি প্রাইমারি ও হাইস্কুলে যথাক্রমে ৪৩ ও ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর গৃহশিক্ষক রয়েছে।[২৩]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৯৮ শতাংশই বেসরকারি।[২৪] মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়াসাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হলেই মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার মামলা হয়েছে।[২৫]

বিশ্ববিদ্যালয় স্তর

---

১৭ বাজেট ২০০৮-০৯ অনু-১৩৬।
১৮ বাজেট ২০০৮-০৯ অনু-১৩৭।
১৯ বাজেট ২০০৮-০৯ অনু-১৩৭।
২০ '৬০পিসি স্টাইপেন্ড রেসিপিয়েন্ট গার্লস ড্রপ আউট অব এইচএসসি কোর্সেস ইন ৩ ইয়ার্স', *নিউ এজ*, ১৯ এপ্রিল ২০০৮।
২১ '২০০৯ থেকে সব প্রাথমিক শিক্ষার্থীই নতুন বই পাবে', *সমকাল*, ২২ এপ্রিল ২০০৮।
২২ 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা', *ইত্তেফাক*, ১৯ জুন ২০০৮।
২৩ 'সাউথ এশিয়া-প্যাসিফিক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট', *প্রথম আলো*, ২২ এপ্রিল ২০০৮।
২৪ বাজেট ২০০৮-০৯ অনু-১৩৫।
২৫ '২০০৯ থেকে সব প্রাথমিক শিক্ষার্থীই নতুন বই পাবে', *সমকাল*, ২২ এপ্রিল ২০০৮।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকার। সরকারি কলেজ বাদেও এর অধীনে সারাদেশে ১৭শ'র ওপর বেসরকারি কলেজ রয়েছে। দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা, নিয়োগ কেলেঙ্কারিসহ নানান অনিয়মের ঘটনার জন্ম দিয়েছে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি। প্রায় ৪০০ কলেজে অধ্যক্ষ পদকে কেন্দ্র করে কোন্দল চলছে। ১০০টিরও বেশি কলেজে অধ্যক্ষের দুর্নীতি নিয়ে ঝামেলা চলছে। শতাধিক কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলছে মামলা। আর এগুলোকে কেন্দ্র করে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্যমান দলাদলি, রেষারেষির ফলে কলুষিত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।[২৬] জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুপচি (ছোট আকারের)[২৭] বিজ্ঞাপন দিয়ে ৭০০ জনের নিয়োগ দেয়ার মতো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।[২৮]চার বছর পর এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন।[২৯]

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

এ বছর দুর্নীতি, অনিয়মসহ নানা অভিযোগে অপসারিত হন বিগত সরকারের আমলে নিযুক্ত বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।[৩০] প্রধানত প্রেষণে নিযুক্ত এসব উপাচার্য স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান করেন। সার্চ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাদবাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে এ বছর। ভবিষ্যতে উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগও সার্চ কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে বলে সরকার ঘোষণা দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত আর্থিক দুর্নীতি, অনিয়ম ও নিয়োগ কেলেঙ্কারি অভিযোগ তদন্তের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিবেদন জমা দিলেও আজোবধি এ ব্যাপারে

---

২৬ 'অধ্যক্ষ পদকে কেন্দ্র করে ৪ শতাধিক কলেজে কোন্দল', *নয়া দিগন্ত*, ১৫ জুন ২০০৮।

২৭ দুর্নীতির কাজে পত্রিকার পাতা নকল করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত টেন্ডার জালিয়াতির ক্ষেত্রে এধরনের ঘটনা ঘটে। এবারই প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের ঘটনার কথা প্রকাশ পেয়েছে।

২৮ 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চ্যান্সেলরের দুর্নীতি', *সমকাল*, ৮ জুন ২০০৮।

২৯ জয়দেবপুর পুলিশ স্টেশন, গাজীপুর; মামলা নং-৮৪/২০০৮, ১৬ এপ্রিল ২০০৮।

৩০ চারদলীয় জোট সরকার (২০০১-২০০৬)।

কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[৩১] এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এ বছর।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যারা বাংলা ও ইংরেজিতে কমপক্ষে ২০০ নম্বর পায়নি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় ছয়টি বিভাগে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে না বলে ঘোষণা করা হয়।[৩২] এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়েছে এমন অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীসহ প্রায় শ'দুয়েক মাদ্রাসা ছাত্র মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপস্থিতিতেই তার কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায়। শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের 'সাদা দল' এই শর্ত বাতিল না করলে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়।

গত ২৬ অক্টোবর, হাইকোর্ট এ ধরনের পূর্বশর্ত আরোপ করা কেন আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হবে না– কারণ দর্শানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।[৩৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করা ছাত্রদের অযোগ্য ঘোষণার শর্তের কার্যকারিতার ওপর হাইকোর্ট ২ ডিসেম্বর চার সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দেন।[৩৪] এর ফলে 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের (বাংলা, ইংরেজি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিস এবং ভাষাতত্ত্ব বিভাগ) ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়।[৩৫]

---

৩১ '১৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি', *সমকাল*, ১৯ অক্টোবর, ২০০৮।

৩২ এম খাইরুল হাসান, 'অ্যাডমিশন কন্ট্রভার্সী ইন পাবলিক ইউনিভার্সিটি', *নিউ নেশন*, ৩ নভেম্বর ২০০৮।

৩৩ 'এইচসিডি'স রুল অন দ্যা কন্ডিশন্স অন ডিইউ অ্যাডমিশন', *প্রথম আলো*, ২৭ অক্টোবর ২০০৮; 'এইচসি রুল অন ডিইউ অথরিটি টু এক্সপ্লেইন অ্যাডমিশন রুল্স অব ৭ ডেপ্টস', দি ডেইলি স্টার, ২৭ অক্টোবর ২০০৮। ইব্রাহিম খলিল (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত) সহ ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয় ভর্তি ইচ্ছুক ৫ শিক্ষার্থী একটি রিট আবেদন করেন।

৩৪ 'স্টে অন দি অ্যাডমিশন প্রসিডিউর অব ২ ইউনিটস অব ডিইউ', *প্রথম আলো*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

৩৫ 'এইচসি স্টেইস অ্যাডমিশন প্রসেস অব ৭ ডিইউ ডেপট্স ফর ৪ উইক্স', *দি ডেইলি স্টার*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮।

ঢাবির বিভিন্ন বিভাগে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া মোট ২০১ জন শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়, যার মধ্যে ৫৯ জন হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ নিয়ে ক্লাস করছে।[৩৬]

শিক্ষাঙ্গনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে নাট্যদল *ধূমকেতু* এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন *উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর* সব ধরনের অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একই সাথে তদন্ত কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে ‘মান্দার’ নাটকের সবধরনের মঞ্চায়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অভিযোগ উঠেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চাপের মুখে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৩৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন

এ বছর শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনায় তোলপাড় ছিল জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ কামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে।[৩৮] অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছানোয়ার হোসেন সানির বিরুদ্ধে চার ছাত্রীর আনীত অভিযোগ ‘সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায়’ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি ১৩ সেপ্টেম্বর অভিযুক্ত শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়। এতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাবেক উপাচার্যসহ অপরাপর গণ্যমান্য নাগরিক শিক্ষার্থীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন।

বক্স-১৩ : ১ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের
৪ মে নাট্যতত্ত্ব বিভাগের চার ছাত্রী একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তোলেন। অভিযোগ তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনটি

৩৬ ‘হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ নিয়ে ক্লাস করছেন ৫৯ শিক্ষার্থী’, *প্রথম আলো*, ৮ মার্চ, ২০০৮।

৩৭ ‘ড্রামা গ্রুপ ধূমকেতু এন্ড ড্রামা মান্দার ব্যান্ড ইন আরইউ’, *জনকণ্ঠ*, ২০ নভেম্বর ২০০৮।

৩৮ ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের ছুটি কার্যকর’, *প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট ২০০৮।

পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট বৈঠকের পর 'অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায়' সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। ২১ অক্টোবর অভিযুক্ত শিক্ষক ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তন করলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।[৩৯] প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ছাত্র সংগঠনের ক্যাডাররা এ সময় বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে আহত ও লাঞ্ছিত করে। অভিযুক্ত শিক্ষকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলনরত শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে সাতজনকে বহিষ্কার করে (বহিষ্কৃতদের মধ্যে চারজনই ছিল উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী এবং অপর দু'জন সাক্ষী)।

হাইকোর্ট ১ ডিসেম্বর সাত শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন।[৪০] হাইকোর্ট অভিযুক্ত শিক্ষক সানিকে অব্যাহতি দানের আদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির অধীনে কেন একটি নতুন তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে না– তা দু'সপ্তাহের মধ্যে ব্যাখ্যা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যধারা

যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ

বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত যৌন হয়রানির ঘটনার প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা তৈরির আন্দোলন করে আসছে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলায় ১৮ আগস্ট হাইকোর্ট যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের আদেশ কেন দেয়া হবে না– মর্মে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন।[৪১]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগ

৩৯ 'টিচার ক্লিয়ার্ড অব সেক্সুয়াল এবিউজ চার্জ অ্যাসাল্টেড', *দি ডেইলি স্টার*, ২২ অক্টোবর ২০০৮।

৪০ 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইস্যু/এইচসি রুল অন জেইউ অথরিটিজ', *দি ডেইলি স্টার*, ২ ডিসেম্বর ২০০৮।

৪১ 'রিট আবেদন নং. ৯৪১৪/২০০৮ এর প্রেক্ষিতে বিচারপতি মাহমুদ হোসেন এবং বিচারপতি ফরিদ আহমেদ এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলনিশি জারি করেন এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালকে এ মামলার পক্ষভুক্ত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালার খসড়া তৈরি করে তা চূড়ান্ত করার জন্য ১৩ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।[৪২] খসড়া নীতিমালায় দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন নিপীড়ন বন্ধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে অনুসন্ধানী সংস্থা (ইনকোয়ারি বডি) গঠন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ, যৌন নিপীড়নের প্রভাব এবং এর প্রতিকার ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ের বিধান রাখা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে বর্তমানে ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এসবের প্রায় সবক'টির বিরুদ্ধেই অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, অনিয়ম এবং শিক্ষার ন্যূনতম মান বজায় না রাখার নানা অভিযোগ আছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৪৩] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত অনুমতি পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় এই শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৪৪] ১৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১৩২টি অবৈধ শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে চালু আছে এবং এসব শাখায় কমপক্ষে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হয়েছে বলে খবরও প্রকাশিত হয়েছে।[৪৫] উদাহরণস্বরূপ পাবনায় একটি জরাজীর্ণ ভবনের ছাদে টিনের ছাউনি দিয়ে শ্রেণীকক্ষ তৈরি করে তাতে স্কুল-কলেজ থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন একজন ব্যক্তি।[৪৬]

এসব সংবাদের প্রেক্ষিতে গত ২৪ নভেম্বর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০০৮ জারি করা হয়েছে।[৪৭] এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত হবে একটি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে তুলনা করে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানগত অবস্থান নির্ধারণ

৪২ 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন নিরোধে চূড়ান্ত নীতিমালা হস্তান্তর', *প্রথম আলো,* ১৪ নভেম্বর ২০০৮।
৪৩ 'বন্ধ তিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে আদালতের রায়ে', *প্রথম আলো,* ২৪ জুলাই ২০০৮।
৪৪ *প্রাগুক্ত,* ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮।
৪৫ 'উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা-১', *প্রথম আলো,* ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।
৪৬ 'পাবনায় এক ছাদে নয়টি রহস্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান', *প্রথম আলো,* ১৫ জুন ২০০৮।
৪৭ 'ওনার্স ওপোজ প্রোপজড প্রাইভেট ইউনির্ভাসিটি অর্ডিন্যান্স' *নিউ এজ,* ১৬ জুলাই ২০০৮।

করবে।[৪৮] অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পূর্বানুমতি ছাড়া আউটার ক্যাম্পাস স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে, যা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে।[৪৯]

শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা

গত বছর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৪৯টি ছাত্র সহিংসতার ঘটনা ঘটার খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে দু'জন নিহত এবং ৮১১ জন আহত হয়।[৫০] সহিংসতা, ছাত্র সংঘাতসহ বিবিধ কারণে বছরের বিভিন্ন সময় বন্ধ ছিল বেশ ক'টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[৫১]

৪৮ বাজেট ২০০৮-০৯, অনুচ্ছেদ-১৩৯।

৪৯ 'প্রতারণা ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ যথেষ্ট নয়', *প্রথম আলো*, ২৬ নভেম্বর ২০০৮।

৫০ ১৪ অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতা বিষয়ক পরিসংখ্যান, গবেষণা ইউনিট, আসক।

৫১ 'শিক্ষাঙ্গন ফের অশান্ত', *যুগান্তর*, ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮।